২১শে আগস্ট ২০১২

র‍্যাবের দায়মুক্তি পুলিশ রিপোর্ট ও লিমনকে ঈদের দিন আক্রমনের তীব্র নিন্দা

ঈদের দিন বিকালে গত বছর ২৩শে মার্চ র‍্যাবের গুলিতে পঙ্গু ঝালকাঠির কলেজ শিক্ষার্থী লিমন হোসেন এবং তার মা ও ভাইকে র‍্যাবের সোর্স হিসেবে পরিচয় প্রদানকারী ইব্রাহীম বাহিনী মারধর করেছে বলে জানা গেছে। লিমন এবং তার মা ও ভাই ঝালকাঠির রাজাপুর থেকে পিরোজপুরের কাউখালিতে ফেরার পথে এ আক্রমণের শিকার হন। লিমনের মা হেনোয়ারা বেগম এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

আমরা মনে করি যে লিমনের মায়ের দায়ের করা মামলায় র‍্যাবকে নির্দোষ দেখিয়ে পুলিশ ১৪ই আগস্ট ২০১২ যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় তা ইব্রাহীম বাহিনীর আক্রমণে উসকানি হিসেবে কাজ করেছে। এদেশের আপামর জনসাধারণ জানেন যে রাষ্ট্রীয় এলিট ফোর্সের সদস্যরা বিনা কারণে নির্দোষ লিমনকে গুলি করে যার কারণে তাকে একটি পা হারাতে হয়েছে। সমগ্র দেশ জুড়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও লিমনের পক্ষাবলম্বন করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ ও বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ সরকারের কাছে লিমনের জন্য সুবিচারের দাবি জানিয়ে আসছে।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগ ও ঘৃণার সঙ্গে লক্ষ করছি যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অপকর্মকে ঢাকা দিতে লিমনের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের অমানবিক ও অন্যায় আচরণের নানাবিধ তৎপরতা অব্যাহত থেকেছে যা লিমন ও তার পরিবারের জীবনকে অস্থিতিশীল ও সংকটাপন্ন করে রেখেছে।

সর্বশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা র‍্যাবের সোর্স হিসেবে পরিচিত ইব্রাহীম হাওলাদেরর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দাবি আক্রমণকারীকে শিগগিরই গ্রেপ্তার করতে হবে, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে লিমন ও তার পরিবারকে হয়রানি করার পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ দিতে হবে। লিমনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সব মামলা যা বানোয়াট ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয় তা তুলে নিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিবির্চারে গুম-হত্যা-গুলি করার এক্তিয়ারের অবসান ঘটাতে হবে। আইন লঙ্ঘন করার অনুশীলন থেকে তাদের দায়মুক্ত করা চলবে না বরং অপরাধী সদস্যদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

লিমনের প্রতি একের পর এক ঘটে যাওয়া অন্যায়ের দায়ভার বর্তমান সরকারের। সরকারের কর্মকাণ্ড তাদের ২০০৮এর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে হাস্যকর করে তুলত যদি না তার পরিণাম লিমনের জন্য এবং এদেশের আরো অগণিত মানুষের জন্য এত ভয়াবহ হতো।

১. হামিদা হোসেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

২. খুশী কবির, উন্নয়ন কর্মী

৩. শিরীন হক, নারী আন্দোলন কর্মী

৪. ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

৫. ড. তাজ হাশমী, শিক্ষক, অস্টিন পিয়ে স্টেট ইউনিভার্সিটি

৬. ড. গীতিআরা নাসরিন, শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. ওমর তারেক চৌধুরি, লেখক

৮. ড. নায়লা জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ

৯. ফরিদা আক্তার, নারী নেত্রী

১০. ম্যাক হক, শিল্পী

১১. অরূপ রাহী, শিল্পী

১২. কীর্তি নিশান চাকমা, উন্নয়ন কর্মী

১৩. শিপ্রা বোস, উন্নয়ন কর্মী

১৪. অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. সাঈদ ফেরদৌস, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. মির্জা তাসলিমা সুলতানা, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. মাসউদ ইমরান, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. সায়েমা খাতুন, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২০. মাহমুদুল সুমন, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২১. নাসরিন খন্দকার, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২২. পারভীন জলী, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. স্বাধীন সেন, শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, ইউল্যাব ঢাকা

২৫. সাদাফ নূরে এসলাম, শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. ড. আলাউদ্দিন, শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. মোশরেফা মিশু, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম

২৮. জোনায়েদ সাকি, গণসংহতি আন্দোলন

২৯. তাসলিমা আক্তার, বিপ্লবী নারী সংহতি

৩০. সায়দিয়া গুলরুখ, পিএইচডি গবেষক

৩১. মাহবুব কবির, পিএইচডি গবেষক

৩২. আহমেদ জাভেদ চৌধুরি, রনি, বাংলার পাঠশালা

৩৩. ব্যারিস্টার সারা হোসেন, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

৩৪. নাজনীন শিফা, নারী আন্দোলন কর্মী

৩৫. আব্দুল্লাহ আল-মামুন, শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬. জাকির কিবরিয়া, সলিড্যারিটি ওয়ার্কশপ

৩৭. হানা শামস আহমেদ, লেখক

৩৮. ড. ফস্টিনা পেরেইরা, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

৩৯. এ্যাডভোকেট শিরিন লিরা

৪০. বিকাশ সাউদ আনসারী, স্থপতি

৪১. ড. শহিদুল আলম, আলোকচিত্রি/দৃক

৪২. রেহনুমা আহমেদ, লেখক ও কলামিস্ট